তথ্যপত্র

গুরুতর মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারী এবং এর ফলে গৃহীত পদক্ষেপের প্রভাব অনুসন্ধান (ইমপ্যাক্ট কোভিড-১৯-এসএমআই জরিপ)

- আমরা একটি গবেষণায় আপনার অংশগ্রহণ আশা করছি। আপনি এতে অংশগ্রহণ করতে চান কি না তা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে জেনে নিন, কেন এই গবেষণাটি করা হচ্ছে এবং এজন্য আপনার কী কী করতে হবে।
- অনুগ্রহ করে আপনি নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সময় নিয়ে সতর্কতার সাথে পড়ুন।
- আপনি চাইলে অন্য কারো সাথেও এই গবেষণার বিষয়ে কথা বলে নিতে পারেন।
- যদি কোন কিছু বুঝতে না পারেন অথবা আরও কোন তথ্য জানতে চান তাহলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।
- এই গবেষণায় আপনি অংশগ্রহণ করতে চান কি-না সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিন।

সময় নিয়ে এটি পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

এইগবেষণার উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে ইমপ্যাক্ট জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ফলোআপ বা অনুসরণ করা এবং গুরুতর মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর করোনাভাইরাস মহামারীর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

কেন আমাকে নির্বাচন করা হলো?

আপনি যেহেতু পূর্ববর্তীতে ইমপ্যাক্ট জরিপে অংশ নিয়েছেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে যোগাযোগের জন্য বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন এবং ভবিষ্যতের আরও গবেষণার ক্ষেত্রে আপনার সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন সেহেতু আপনাকে ফলোআপ জরীপের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণায় আমাকে কি অংশগ্রহণ করতে হবে?

এই গবেষণায় অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ আপনার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। আপনি যদি অংশগ্রহণ না করতে চান তবে সেটি আপনার বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ চিকিৎসা সেবা গ্রহণের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে রাজী হন, তাহলে দয়া করে সম্মতিপত্রটি পূরণ করুন। আপনি যদি আমাদেরকে আপনার সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেন, তাহলে আমরা পরবর্তী গবেষণার সময় আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি, যেটাতে হয়তো আপনি অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হতে পারেন।

আমাকে কি করতে হবে?

আপনি যদি অংশগ্রহণ করতে রাজি হন তবে আমরা আপনাকে টেলিফোনে করোনাভাইরাস মহামারী চলাকালীন সময়ে আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করব। এটি প্রায় ২৫-৩৫ মিনিট সময় নিবে।

অংশগ্রহনের সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ কী কী?

গবেষণায় অংশগ্রহণ করলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন না, তবে আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য কৃতজ্ঞতাসরূপ আমরা প্রতিটি সাক্ষাৎকার বাবদ আপনাকে .....পরিমান সম্মানী প্রদান করব। এই গবেষণা থেকে সংগৃ হীত তথ্যসমূহের মাধ্যমে আমরা নীতি-নির্ধারকবৃন্দ এবং যারা স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁদেরকে অবহিত করব যে মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা করোনাভাইরাসের বৈশি^ক মহামারী চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বা হতে পারেন, এবং এজন্য কত ভালভাবে তাদেরকে সাহায্য করা যায়।

গবেষণায় অংশগ্রহনের সম্ভাব্য অসুবিধাসমূহ কী কী?

প্রশ্নসমূহের উত্তর দেয়ার জন্য আপনাকে সময় দিতে হবে।

গবেষণায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমি যদি আমার মন পরিবর্তন করি, সেক্ষেত্রে কী হবে?

আপনি এখন **গবেষণায়** অংশগ্রহন করলেও যে কোনো সময় নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। গবেষণা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করবার এই সিদ্ধান্ত আপনার বর্তমান বা ভবিষ্যৎ চিকিৎসা-সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। গবেষণায় অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আপনাকে কোনরূপ কারণও দর্শাতে হবে না।

যদি কোন সমস্যা হয়,তবেক্ষেত্রে করনীয় কি?

আপনার গবেষণায় অংশগ্রহণ করাকালীন যেভাবে আপনার সাথে আলোচনা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন অভিযোগ গুরত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে অনুগ্রহপূর্বক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গে কিংবা প্রধান গবেষকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ড. রোমানা হক।

আর্ক ফাউন্ডেশন, এপার্টমেন্ট সি-৩ ও সি-৪, বাড়ি ০৬, রোড ১০৯, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

ফোনঃ +৮৮০২-৫৫০৬৯৮৬৬

এই গবেষণায় আমার দেয়া তথ্য কি গোপন রাখা হবে?

আপনার দেয়া সব তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার নাম কোন প্রতিবেদন / রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে না। এই গবেষণা দলের সদস্যরাই কেবল জানবে যে আপনি এই গবেষণায় অংশগ্রহণে রাজি হয়েছেন।

যেহেতু পরবর্তী গবেষণার ব্যাপারে আমরা আপনাকে তথ্য পাঠাতে পারি, তাই আপনার নাম ও যোগাযোগের তথ্য আমাদের প্রয়োজন। এই ব্যক্তিগত তথ্যগুলো ফাইল কেবিনেট এর মধ্যে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে এবং যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক কপি একটি নিরাপদ সার্ভারে সংরক্ষিত থাকবে, যেখানে শুধুমাত্র আর্ক ফাউন্ডেশনের পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত কম্পিউটার এর মাধ্যমে প্রবেশ করা যাবে।

এই গবেষণার ফলাফল দিয়ে কী করা হবে?

এই গবেষণার তথ্যগুলো বেনামে সংরক্ষিত হবে এবং ভবিষ্যতে মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা করোনাভাইরাসের বৈশি^ক মহামারী চলাকালীন সময়ে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছেন তা স্টেকহোল্ডার এবং নীতি-নির্ধারকবৃন্দদের অবিহত করতে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা প্রত্যেক দফা তথ্য সংগ্রহের পরে যত শীঘ্র সম্ভব সারাংশ এবং পলিসি ব্রিফ তৈরী করব এবং সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকবৃন্দের (যারা ইমপ্যাক্ট প্রোগ্রামেরও সহযোগী), পেশাদার সংগঠন (যেমন: বাংলাদেশ সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি), যারা স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন, বেসরকারী সংস্থা যারা ঝুঁকিপূর্ণ জনগণকে সহযোগিতা করে তাদের সাথে শেয়ার করব। খসড়া সারাংশও তৈরী করা হবে এবং প্রেস রিলিজ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হবে। একাডেমিক জার্নালে পাবলিকেশন্স এবং কনফারেন্সে প্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপনের সাথে সাথে এগুলো বাড়তি ভাবে করা হবে। কোন রিপোর্ট বা প্রকাশনায় কোন অংশগ্রহণকারীর নাম বা পরিচয় উল্লেখ করা হবে না।

এই গবেষণার সংগঠক কে?

অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, যিনি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক। তিনি এইগবেষণার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

এই গবেষণাটির পর্যালোচনায় কে ছিলেন?

এই গবেষণাটি "Center for injury prevention and research, Bangladesh" এবং ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্কের হেলথ সায়েন্স রিসার্চ গভর্নেন্স কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে।

যোগাযোগের তথ্য

আর্ক ফাউন্ডেশন
এপার্টমেন্ট সি-৩ ও সি-৪, বাড়ি ০৬, রোড ১০৯, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ +৮৮০২-৫৫০৬৯৮৬৬

আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে তথ্যপত্রটি পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।